সূরা বানী ইসরাঈল

017-001.mp3

017-002.mp3

০১. পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা[1] পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেনো আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

০২. আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তা বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ বানিয়েছি। যেনো তোমরা আমাকে ছাড়া কোন কর্মবিধায়ক না বানাও।

০৩. সে তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয় সে ছিলো কৃতজ্ঞ বান্দা।

০৪. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম যে, তোমরা যমীনে দু'বার অবশ্যই ফাসাদ করবে এবং ঔদ্ধত্য দেখাবে মারাত্মকভাবে।

০৫. অতঃপর যখন এ দু'য়ের প্রথম ওয়াদা আসল, তখন আমি তোমাদের উপর আমার কিছু বান্দা পাঠালাম, যারা কঠোর যুদ্ধবাজ। অতঃপর তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। আর এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

০৬. তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য পালা ঘুরিয়ে দিলাম, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করলাম এবং জনবলে তোমাদেরকে সংখ্যাধিক্যে পরিণত করলাম।

০৭. তোমরা যদি ভালো করো, তবে নিজদের জন্যই ভালো করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তা নিজদের জন্যই। এরপর যখন পরবর্তী ওয়াদা এল, (তখন অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম) যাতে তারা তোমাদের চেহারাসমূহ মলিন করে দেয়, আর যেনো মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন ঢুকে পড়েছিল প্রথমবার এবং যাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় যা ওদের কর্তৃত্বে ছিল।

০৮. আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের উপর রহম করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় করো, তাহলে আমিও পুনরায় করবো। আর আমি জাহান্নামকে করেছি কাফিরদের জন্য কয়েদখানা।

০৯. নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে উপযুক্ত এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১০. আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১১. আর মানুষ অকল্যাণের দো'আ করে, যেমন তার দোআ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ।

১২. আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

১৩. আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করবো একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।

১৪. পাঠ করো তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট।

---

[1]. ফিলিস্তীনে অবস্থিত বাইতুল মাকদিস, যা মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল।

১৫. যে হিদায়াত গ্রহণ করে, সে তো নিজের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের (স্বার্থের) বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট হয়। আর কোনো বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই।

১৬. আর যখন আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালঙ্ঘন করে। তখন তাদের উপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

১৭. আর নূহের পর আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছি! তোমার রব তাঁর বান্দাদের পাপের ব্যাপারে পূর্ণ অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা হিসেবে যথেষ্ট।

১৮. যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়।

১৯. আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য।

২০. এদের ও ওদের প্রত্যেককে আমি তোমার রবের দান থেকে সাহায্য করি, আর তোমার রবের দান বন্ধ হওয়ার নয়।

২১. ভেবে দেখো, আমি তাদের কতককে কতকের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখিরাত নিশ্চয় মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর।

২২. আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ নির্ধারণ করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বসে পড়বে।

২৩. আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।

২৪. আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।

২৫. তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।

২৬. আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না।

২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

২৮. আর যদি তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকতেই চাও তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতের প্রত্যাশায় যা তুমি চাচ্ছ, তাহলে তাদের সাথে নম্র কথা বলবে।

২৯. আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না[২], তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।

৩০. নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করে দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা।

৩১. অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দিই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

৩২. আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।

---

2 আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য– একেবারে কৃপণও হয়ো না, আবার একেবারে ধন-সম্পদ উজাড় করেও দিও না।

৩৩. আর তোমরা সেই নাফ্‌সকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।

৩৪. আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা[3] ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৫. আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ করো এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম।

৩৬. আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩৭. আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।

৩৮. এ সবের যা মন্দ তা তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়।

৩৯. এগুলো সেই হিকমতভুক্ত, যা তোমার রব তোমার নিকট ওহীরূপে পাঠিয়েছেন। আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করো না, তাহলে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে।

৪০. তোমাদের রব কি পুত্র সন্তানের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করেছেন এবং তিনি ফেরেশতাদের থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা সাংঘাতিক কথা বলে থাকো।

৪১. আর অবশ্যই আমি এ কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করে।

৪২. বলো, 'তাঁর সাথে যদি আরো উপাস্য থাকতো, যেমন তারা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ তালাশ করতো'।

৪৩. তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝো না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

৪৫. আর তুমি যখন কুরআন পড়ো তখন তোমার ও যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের মধ্যে আমি এক অদৃশ্য পর্দা দিয়ে দিই।

৪৬. আর আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। আর যখন তুমি কুরআনে তোমার রব এক হওয়ার কথা উল্লেখ করো, তখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালায়।

৪৭. যখন তারা তোমার প্রতি কান পেতে শুনে, তখন আমি জানি কেনো তারা কান পাতে এবং যখন গোপন আলোচনায় মিলিত হয়ে যালিমরা বলে, 'তোমরা তো কেবল এক যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছো'।

৪৮. দেখ, তারা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দিচ্ছে ! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সুতরাং তারা পথ পাবে না।

৪৯. আর তারা বলে, 'যখন আমরা হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হবো'?

৫০. বলো, 'তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা',

---

[3] অর্থাৎ তার সম্পদ বৃদ্ধি, তার নিজের খরচ এবং দরিদ্র হলে বেতন গ্রহণ বৈধ।

৫১. ‘অথবা এমন কোনো সৃষ্টি, যা তোমাদের অন্তরে বড় মনে হয়।’ তবুও তারা বলবে, ‘কে আমাদের পুনরায় (সৃষ্টি) করবে?’ বলো, ‘যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।’ অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, ‘কবে এটা?’ বলো, ‘আশা করা যায় যে, তা নিকটেই হবে।’

৫২. ‘যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, তখন তাঁর প্রশংসার সাথে তোমরা সাড়া দিবে। আর তোমরা ধারণা করবে, অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান করেছিলে’।

৫৩. আর আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেনো এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি যদি চান তোমাদের প্রতি রহম করবেন অথবা যদি চান তবে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন; আমি তোমাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে প্রেরণ করিনি।

৫৫. আর তোমার রব অধিক অবগত তাদের সম্পর্কে যারা আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। আর আমি তো কতক নবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এবং দাঊদকে দিয়েছি যাবূর।

৫৬. বলো, ‘তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে করো। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না’।

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর।

৫৮. আর এমন কোনো জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করবো না অথবা যাকে কঠোর আযাব দিবো না; এটা তো কিতাবে লিখিত আছে।

৫৯. আর পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করাই আমাকে তা (নিদর্শনাবলি) প্রেরণ করা হতে বিরত রেখেছে। আর আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার উপর যুলুম করেছিল। আমি কেবল ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিদর্শনসমূহ পাঠাই।

৬০. আর স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে বললাম, ‘নিশ্চয় তোমার রব মানুষকে ঘিরে রেখেছেন। আর যে ‘দৃশ্য’[4] আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ[5] কেবল মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ নির্ধারণ করেছি’। আমি তাদের ভয় দেখাই; কিন্তু তা কেবল তাদের চরম অবাধ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

৬১. আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো’, তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সিজদা করলো। সে বললো, ‘আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করবো যাকে আপনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন’?

৬২. সে বললো, ‘দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো’।

৬৩. তিনি বললেন, ‘যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে’।

---

4 অর্থাৎ, রু’য়া হচেছেব্স প্ন অথবা বাস্তবেস প্নবৎদে খা। এদ্বস্ল বাস্তবেদে খা উদ্দেশ ।কারণ, রাসূলুল্ল-াহ সাল্ল-াল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজেদে খ্দি শ্যাবলি ও ঘটনাবলি বাস্তবে ওস শরীরেদে খেছেন।

5 তা হলো– যাক্কুম ব ক্ষ্যার মূল জাহান্নামে।

৬৪. 'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও'। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোনো ওয়াদাই দেয় না।

৬৫. নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।

৬৬. তোমাদের রব তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে চালিত করেন নৌযান, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

৬৭. আর যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ।

৬৮. তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছো যে, তিনি তোমাদেরসহ স্থলের কোনো দিক ধ্বসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না।

৬৯. অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নেবেন না, অতঃপর তোমাদের উপর প্রচণ্ড বাতাস পাঠাবেন না এবং তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিবেন না, তোমরা কুফরী করার কারণে? তারপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৭০. আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি।

৭১. স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামসহ[৬] ডাকবো। অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণ অবিচার করা হবে না।

৭২. আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

৭৩. আর তাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, আমি তোমাকে যে ওহী দিয়েছি, তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় ফিতনায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে তুমি আমার নামে এর বিপরীত মিথ্যা রটাতে পার এবং তখন তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

৭৪. আর আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তে,

৭৫. তখন আমি অবশ্যই তোমাকে আস্বাদন করাতাম জীবনের দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব।[৭] তারপর তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৭৬. আর তাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা তোমাকে যমীন থেকে উৎখাত করে দিবে, যাতে তোমাকে সেখান থেকে বের করে দিতে পারে এবং তখন তারা তোমার পরে স্বল্প সময়ই টিকে থাকতে পারতো।

৭৭. তাদের নিয়ম অনুসারে যাদেরকে আমি আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

৭৮. সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করো এবং ফজরের কুরআন[৮]। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।[৯]

---

[৬] 'ইমাম' অর্থএখানে নেতা, আমলনামা, নবী বা প্রতিটি জাতিরস্বস্ব ঐশী কিতাব।

[৭] এখানে জীবনের দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব দ্বারা দুনিয়াবী জীবন ও আখিরাতের জীবনের দ্বিগুণ আযাব উদ্দেশ্য।

[৮] 'ফজরের কুরআন' দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের সালাত।

৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করো তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৮০. আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের করো উত্তমভাবে[১০]। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো'।

৮১. আর বলো, 'হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিলো'।

৮২. আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

৮৩. আর আমি যখন মানুষের উপর নি'আমত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে খুব হতাশ হয়ে পড়ে।

৮৪. বলো, 'প্রত্যেকেই আমল করে থাকে নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী এবং তোমার রব অধিক অবগত আছেন কে সর্বাধিক নির্ভুল পথে'।

৮৫. আর তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, 'রূহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেয়া হয়েছে'।

৮৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি তা অবশ্যই নিয়ে নিতে পারতাম; অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না।

৮৭. তবে তোমার রবের পক্ষ থেকে (এটা) রহমতস্বরূপ; নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।

৮৮. বলো, 'যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়'।

৮৯. আর অবশ্যই মানুষের জন্য এ কুরআনে আমি নানাভাবে বিভিন্ন উপমা বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী না করে থাকেনি।

৯০. আর তারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য যমীন থেকে একটি ঝর্নাধারা উৎসারিত করবে'।

৯১. 'অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করবে নদী-নালা'।

৯২. 'অথবা তুমি যেমনটি ধারণা করো, সে অনুযায়ী আসমানকে খণ্ড খণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদেরকে আমাদের মুখোমুখি নিয়ে আসবে'।

৯৩. 'অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি ঘর হবে অথবা তুমি আসমানে উঠবে, কিন্তু তোমার উঠাতেও আমরা ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পাঠ করবো'। বলো, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই'?

৯৪. আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত আসে তখন তাদের ঈমান আনতে বাধা দেয় তাদের এ কথা যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন'?

৯৫. বলো, 'ফেরেশ্‌তারা যদি যমীনে চলাচল করত নিশ্চিন্তভাবে, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান হতে তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠাতাম রাসূল হিসেবে'।

---

[৯] সহীহ হাদীস অনুসারে এই সময়ে রাত ও দিেনরে ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়ে তাতে উপস্থিত হন ।

[10] উত্তমভাবে প্রবেশ করাও অর্থাৎ সম্মানে ও মর্যাদার সা থমেদীনায় প্রবেশ করাও এবংে বর কর উত্তমভাবে অর্থাৎ মক্কাথেকে বর কর বিজয়ীে বশে। (তাফসীরে শাওকানী(

৯৬. বলো, 'আল্লাহই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে; নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা'।

৯৭. আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অভিভাবক পাবে না। আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দিবো।

৯৮. এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, 'আমরা যখন হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হবো'?

৯৯. তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করেছেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যালিমরা কুফরী না করে থাকেনি।

১০০.বলো, 'যদি তোমরা আমার রবের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের মালিক হতে, তবুও খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তা আটকে রাখতে; আর মানুষ তো অতি কৃপণ'।

১০১. আর আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন সে তাদের কাছে আসল তখন ফির'আউন তাকে বললো, 'হে মূসা, আমিতো ধারণা করি তুমি যাদুগ্রস্ত'।

১০২.সে বললো, 'তুমি জানো যে, এ সকল বিষয় কেবল আসমানসমূহ ও যমীনের রবই নাযিল করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে। আর হে ফির'আউন, আমি তো ধারণা করি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১০৩.অতঃপর সে তাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করার ইচ্ছা করলো; তখন আমি তাকে ও তার সাথে যারা ছিলো সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।

১০৪.আর আমি এরপর বনী ইসরাঈলকে বললাম, 'তোমরা যমীনে বাস করো, অতঃপর যখন আখিরাতের ওয়াদা আসবে তখন আমি তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে আসবো'।

১০৫.আর আমি তা যথাযথভাবে নাযিল করেছি এবং যথাযথভাবে তা নাযিল হয়েছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

১০৬.আর কুরআন আমি নাযিল করেছি অল্প অল্প করে, যেনো তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।

১০৭.বলো, 'তোমরা এতে ঈমান আন বা ঈমান না আন, নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

১০৮.আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে'।

১০৯.'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে'।

১১০. বলো, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাকো অথবা 'রাহমান' নামে ডাকো, যে নামেই তোমরা ডাকো না কেনো, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করো।

১১১. আর বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই এবং অপমান থেকে বাঁচতে তাঁর কোনো অভিভাবকের দরকার নেই।' আর তুমি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা করো।

সূরা কাহাফ

018-001.mp3

018-002.mp3

০১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে রাখেননি কোনো বক্রতা ।

০২. সরলরূপে, যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সুসংবাদ দেয়, সেসব মুমিনকে, যারা সৎকর্ম করে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

০৩. তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

০৪. আর যেনো সতর্ক করে তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'।

০৫. এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও না। বড় মারাত্মক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। মিথ্যা ছাড়া তারা কিছুই বলে না!

০৬. হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজকে ধ্বংস করে দিবে, যদি তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে।

০৭. নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।

০৮. আর নিশ্চয় তার উপর যা রয়েছে তাকে আমি উদ্ভিদহীন শুষ্ক মাটিতে পরিণত করবো।

০৯. তুমি কি মনে করেছ যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা ছিলো আমার আয়াতসমূহের এক বিস্ময়?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল অতঃপর বললো, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন'।

১১. ফলে আমি গুহায় তাদের কান বন্ধ করে দিলাম অনেক বছরের জন্য।

১২. তারপর আমি তাদেরকে জাগালাম, যাতে আমি জানতে পারি, যতটুকু সময় তারা অবস্থান করেছিল, দু'দলের মধ্যে কে তা অধিক নির্ণয়কারী।

১৩. আমিই তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

১৪. যখন তারা উঠেছিল, আমি তাদের অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম। তখন তারা বললো, 'আমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীনের রব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহকে আমরা কখনো ডাকবো না। (যদি ডাকি) তাহলে নিশ্চয় আমরা গর্হিত কথা বলবো'।

১৫. এরা আমাদের কওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে?

১৬. আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও, তখন গুহায় আশ্রয় নাও। তাহলে তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত উন্মুক্ত করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দিবেন।

১৭. আর তুমি দেখতে পেতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে, আর অস্ত গেলে তাদেরকে বামে রেখে কেটে যাচ্ছে, তখন তারা ছিল তার আঙিনায়। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে ভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য পথনির্দেশকারী কোনো অভিভাবক পাবে না।

১৮. তুমি তাদেরকে মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত, আমি তাদেরকে পাশ পরিবর্তন করাচ্ছি ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি আঙিনায় তার সামনের দু'পা বাড়িয়ে আছে। যদি তুমি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে নিশ্চয় তাদের থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং অবশ্যই তাদের কারণে ভীষণ ভীত হতে।

১৯. আর এমনিভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছিলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন বললো, 'তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করলে'? তারা বললো, 'আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা বললো, 'তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছো, সে ব্যাপারে তোমাদের রবই অধিক জানেন। তাই তোমরা তোমাদের কাউকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রাগুলো দিয়ে শহরে পাঠাও। অতঃপর সে যেন দেখে শহরের কোন্ খাবার একেবারে ভেজালমুক্ত, তখন সে যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। আর সে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং কাউকে যেনো তোমাদের ব্যাপারে না জানায়'।

২০. 'নিশ্চয় তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জেনে যায়, তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের আদর্শে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর তখন তোমরা কোনভাবেই সফল হবে না'।

২১. আর এমনিভাবে আমি তাদের ব্যাপারে (লোকদেরকে) জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজদের মধ্যে তাদের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বললো, 'তাদের উপর তোমরা একটি ভবন নির্মাণ করো'। তাদের রবই তাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। যারা গুহাবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা বললো, 'আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করবো'।

২২. বিতর্ককারীরা বলবে, 'তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ হলো তাদের কুকুর'। আর কতক বলবে, 'তারা ছিলো পাঁচজন, ষষ্ঠ হলো তাদের কুকুর'। এসবই অজানা বিষয়ে অনুমান করে। আর কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিলো সাত জন; অষ্টম হলো তাদের কুকুর'। বলো, 'আমার রবই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত'। কম সংখ্যক লোকই তাদেরকে জানে। সুতরাং স্পষ্ট আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করো না। আর তাদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে কারো কাছে জানতে চেয়ো না।

২৩. আর কোনো কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, 'নিশ্চয় আমি তা আগামী কাল করবো',

২৪. তবে 'আল্লাহ যদি চান'। আর যখন ভুলে যাও, তখন তুমি তোমার রবের যিকির করো এবং বলো, আশা করি, আল্লাহ আমাকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সত্য পথের হিদায়াত দিবেন।

২৫. আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশ' বছর এবং এর সাথে অতিরিক্ত হয়েছিল 'নয়'।

২৬. বলো, 'তারা যে সময়টুকু অবস্থান করেছিল, সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জানেন'। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনিই উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না।

২৭. আর তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তুমি তা তিলাওয়াত করো। তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল তুমি পাবে না।

২৮. আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে, এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু'চোখ যেনো তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।

২৯. আর বলো, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেনো ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেনো কুফরী করে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়,

তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মতো, যা চেহারাগুলো ঝলসে দিবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করবো না, যে সুকর্ম করেছে।

৩১. এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল !

৩২. আর তুমি তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করো: দুই ব্যক্তি, তাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং উভয় বাগানকে ঘিরে দিয়েছি খেজুর গাছ দ্বারা এবং উভয়ের মাঝখানে রেখেছি শস্যক্ষেত।

৩৩. উভয় বাগান ফল দিয়েছে, তাতে কিছুই ত্রুটি করেনি এবং আমি উভয়ের মাঝ দিয়ে নদী প্রবাহিত করেছি।

৩৪. আর (এতে) তার ছিল বিপুল ফল-ফলাদি। তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বললো, 'সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী'।

৩৫. আর সে তার বাগানে প্রবেশ করলো, নিজের প্রতি যুলুমরত অবস্থায়। সে বললো, 'আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হবে'।

৩৬. 'আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয় আমার রবের কাছে, তবে নিশ্চয় আমি এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাব'।

৩৭. কথায় কথায় তার সঙ্গী বললো, 'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর 'বীর্য' থেকে, তারপর তোমাকে অবয়ব দিয়েছেন পুরুষের'?

৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার রব। আর আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক করি না'।

৩৯. 'আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন তুমি বললে না, 'মাশাআল্লাহ'! আল্লাহর তৌফিক ছাড়া কোনো শক্তি নেই। তুমি যদি দেখো যে, আমি সম্পদে ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম,

৪০. তবে আশা করা যায় যে, 'আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (কিছু) দান করবেন এবং তার উপর আসমান থেকে বজ্র পাঠাবেন। ফলে তা অনুর্বর উদ্ভিদশূন্য যমীনে পরিণত হবে'।

৪১. 'কিংবা তার পানি মাটির গভীরে চলে যাবে, ফলে তা তুমি কোনোভাবেই খুঁজে পাবে না'।

৪২. আর (বিপর্যয়ে) তার ফল–ফলাদি ঘিরে ফেলা হলো। ফলে তাতে সে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য (আক্ষেপে) হাত কচলাতে লাগল এবং সেটি ধ্বংস হয়েছিল তার মাচার উপর। আর সে বলছিল, 'হায় আক্ষেপ! আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম'!

৪৩. আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোনো লোকবলও ছিলো না যারা তাকে সাহায্য করবে এবং সে সাহায্যপ্রাপ্তও ছিলো না।

৪৪. এখানে অভিভাবকত্ব আল্লাহর, যিনি সত্য। তিনিই প্রতিদানে উত্তম এবং পরিণামে শ্রেষ্ঠ।

৪৫. আর তুমি তাদের জন্য পেশ করো দুনিয়ার জীবনের উপমা তা পানির মতো, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি। অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয় যমীনের উদ্ভিদ। ফলে তা পরিণত হয় এমন শুকনো গুঁড়ায়, বাতাস যাকে উড়িয়ে নেয়। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৪৬. সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।

৪৭. আর যেদিন আমি পাহাড়কে চলমান করবো এবং তুমি যমীনকে দেখতে পাবে দৃশ্যমান, আর আমি তাদেরকে একত্র করবো। অতঃপর তাদের কাউকেই ছাড়বো না।

৪৮. আর তাদেরকে তোমার রবের সামনে উপস্থিত করা হবে কাতারবদ্ধ করে। (আল্লাহ বলবেন) 'তোমরা আমার কাছে এসেছ তেমনভাবে, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা তো ভেবেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রাখিনি'।

৪৯. আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, 'হায় ধ্বংস আমাদের! কী হলো এ কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে' এবং তারা যা করেছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।

৫০. আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তারা সিজদা করলো, ইবলীস ছাড়া। সে ছিলো জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করলো। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়!

৫১. আমি তাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির সাক্ষী করিনি এবং না তাদের নিজেদের সৃষ্টির। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ করিনি।

৫২. আর যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা ডাকো আমার শরীকদের, যাদেরকে তোমরা (শরীক) মনে করতে'। অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর আমি তাদের মধ্যে রেখে দিবো ধ্বংসস্থল।

৫৩. আর অপরাধীরা আগুন দেখবে, অতঃপর তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, নিশ্চয় তারা তাতে নিপতিত হবে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

৫৪. আর আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী।

৫৫. আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত এসেছে, তখন তাদেরকে ঈমান আনতে কিংবা তাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করতে বাধা প্রদান করেছে কেবল এ বিষয়টিই যে, পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আমার নির্ধারিত) রীতি তাদের উপর পুনরায় নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর আযাব সরাসরি এসে উপস্থিত হবে।

৫৬. আর আমি তো রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি এবং যারা কুফরী করেছে তারা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে।

৫৭. আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? নিশ্চয় আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না।

৫৮. আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আযাব ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।

৫৯. আর এগুলো সেই জনপদ যেগুলো আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলুম করেছে এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছি।

৬০. আর স্মরণ করো, যখন মূসা তার সহচর যুবকটিকে বললো, আমি চলতে থাকব যতক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হব কিংবা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিবো।

৬১. এরপর যখন তারা তাদের দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হলো, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেলো। ফলে মাছটি নালার মতো করে সমুদ্রে তার পথ করে নিলো।

৬২. অতঃপর যখন তারা অগ্রসর হলো তখন সে তার যুবককে বললো, 'আমাদের সকালের খাবার নিয়ে আস। আমাদের এই সফরে আমরা অনেক ক্লান্তির মুখোমুখি হয়েছি'।

৬৩. সে বললো, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যখন আমরা পাথরটিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটি হারিয়ে ফেলি। আর আমাকে তা স্মরণ করতে ভুলিয়েছে কেবল শয়তান এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে'।

৬৪. সে বললো, 'ঐ স্থানটিই আমরা খুঁজছি। তাই তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পেছনে ফিরে গেলো'।

৬৫. অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছি এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।

৬৬. মূসা তাঁকে বললো, 'আমি কি আপনাকে এই শর্তে অনুসরণ করবো যে, আপনাকে যে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা আমাকে শিক্ষা দিবেন'?

৬৭. সে বলল, 'আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না'।

৬৮. 'আপনি তাতে কীভাবে ধৈর্য ধরবেন, যে সম্পর্কে আপনি জানেন না'?

৬৯. সে বলল, 'ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং কোনো বিষয়ে আমি আপনার অবাধ্য হবো না'।

৭০. সে বললো, 'তবে আপনি যদি আমাকে অনুসরণ করেন, তাহলে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্পর্কে আপনাকে জানাই'।

৭১. অতঃপর তারা চলতে থাকলো। অবশেষে যখন তারা নৌকায় চড়লো, সে তা ফুটো করে দিলো। সে বললো, 'আপনি কি তার আরোহীদের ডুবানোর জন্য তা ফুটো করে দিলেন? আপনি অবশ্যই মন্দ কাজ করলেন'।

৭২. সে বললো, 'আমি কি বলিনি, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?

৭৩. সে বললো, 'আমি যা বিস্মৃত হয়েছি, সে ব্যাপারে আমাকে ধরবেন না এবং আমাকে আমার বিষয়ে কঠোর আচরণ করবেন না।

৭৪. অতঃপর তারা চলতে লাগলো। অবশেষে যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেলো, তখন সে তাকে হত্যা করলো। সে বললো, 'আপনি নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো খুবই মন্দ কাজ করলেন'।

৭৫. সে বললো, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কখনই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না'?

৭৬. মূসা বললো, 'এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে আপনি ওযর পেয়ে গেছেন'।

৭৭. অতঃপর তারা দু'জন চলতে শুরু করলো। অবশেষে যখন তারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছলো তখন তাদের কাছে কিছু খাবার চাইলো; কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলো, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। সে তখন প্রাচীরটি সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দিলো। মূসা বললো, 'আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন'।

৭৮. সে বলল, 'এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি আমি এখন আপনাকে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি'।

৭৯. 'নৌকাটির বিষয় হলো, তা ছিলো কিছু দরিদ্র লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করতে। আমি নৌকাটিকে ক্রুটিযুক্ত করতে চেয়েছি কারণ তাদের পেছনে ছিলো এক রাজা, যে নৌকাগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিলো'।

৮০. 'আর বালকটির বিষয় হলো, তার পিতা–মাতা ছিলো মুমিন। অতঃপর আমরা আশংকা[11] করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে'।

৮১. 'তাই আমরা চাইলাম, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করবেন, যে হবে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়ামায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ।

৮২. 'আর প্রাচীরটির বিষয় হলো, তা ছিলো শহরের দু'জন ইয়াতীম বালকের এবং তার নিচে ছিলো তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ। তাই আপনার রব চাইলেন যে, তারা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। এ সবই আপনার রবের রহমত স্বরূপ। আমি নিজ থেকে তা করিনি। এ হলো সে বিষয়ের ব্যাখ্যা, যে সম্পর্কে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

৮৩. আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, 'আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি'।

৮৪. আমি তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সববিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।

৮৫. অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করলো।

৮৬. অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছলো, তখন সে সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেলো এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেলো। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদাচরণও করতে পার'।

৮৭. সে বললো, 'যে ব্যক্তি যুলুম করবে, আমরা অচিরেই তাকে শাস্তি দিবো। অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তাকে কঠিন আযাব দেবেন'।

৮৮. 'আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে উত্তম কল্যাণ। এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমরা তার সাথে নরম কথা বলবো'।

৮৯. তারপর সে এক উপায় অবলম্বন করলো।

৯০. অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌঁছলো তখন সে দেখতে পেলো, তা এমন এক জাতির উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য আমি সূর্যের বিপরীতে কোনো আড়ালের ব্যবস্থা করিনি।

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই। আর তার নিকট যা ছিল, আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

৯২. তারপর সে আরেক মাধ্যম অবলম্বন করলো।

৯৩. অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না।

৯৪. তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন'?

---

11. তাঁর আশংকা নিছক ধারণা ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন।

৯৫. সে বললো, ‘আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিবো’।

৯৬. ‘তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও’। অবশেষে যখন সে দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিলো, তখন সে বললো, ‘তোমরা ফুঁক দিতে থাক’। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করলো, তখন বললো, ‘তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর উপর ঢেলে দিই’।

৯৭. এরপর তারা (ইয়া’জূজ ও মা’জূজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারলো না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারলো না।

৯৮. সে বললো, ‘এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য’।

৯৯. আর সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিবো যে, তারা একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গমালার মতো আছড়ে পড়বে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করবো।

১০০.এবং আমি সেদিন কাফিরদের জন্য জাহান্নামকে সরাসরি উপস্থিত করবো;

১০১. আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখ ছিলে আবরণে ঢাকা এবং যারা শুনতেও ছিলে অক্ষম।

১০২.যারা কুফরী করছে, তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয় আমি জাহান্নামকে কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করছি।

১০৩.বলো, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাবো, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত’?

১০৪.দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভালো কাজই করছে’!

১০৫.‘তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোনো ওজনের ব্যবস্থা রাখবো না’।

১০৬.‘এ জন্যই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে’।

১০৭.নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।

১০৮.সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।

১০৯.বলো, ‘আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি’।

১১০.বলো, ‘আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেনো সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’।

019-001.mp3

019-002.mp3

০১. কাফ-হা–ইয়া–'আঈন–সোয়াদ।

০২. এটা তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি।

০৩. যখন সে তার রবকে গোপনে ডেকেছিল।

০৪. সে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যবশতঃ আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব, আপনার নিকট দো'আ করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি'।

০৫. 'আর আমার পরে স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আমি আশংকাবোধ করছি। আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন'।

০৬. 'যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকূবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হে আমার রব, আপনি তাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন'।

০৭. (আল্লাহ বললেন) 'হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। ইতোপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দিইনি'।

০৮. সে বললো, 'হে আমার রব, কীভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি'।

০৯. সে (ফেরেশতা) বললো, 'এভাবেই'। তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতোপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, তখন তুমি কিছুই ছিলে না'।

১০. সে বললো, 'হে আমার রব, আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দিন'। তিনি বললেন, 'তোমার জন্য এটাই নিদর্শন যে, তুমি সুস্থ থেকেও তিন রাত কারো সাথে কথা বলবে না'।

১১. অতঃপর সে মিহরাব হতে বেরিয়ে তার লোকদের সামনে আসলো এবং ইশারায় তাদেরকে বললো যে, 'তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ কর'।

১২. 'হে ইয়াহইয়া, তুমি কিতাবটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো'। আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা[১২] দান করেছি।

১৩. আর আমার পক্ষ থেকে তাকে স্নেহ–মমতা ও পবিত্রতা দান করেছি এবং সে মুত্তাকী ছিলো।

১৪. আর সে ছিলো তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারী, আর ছিলো না অহংকারী, অবাধ্য।

১৫. আর তার উপর শান্তি, যেদিন সে জন্মেছে এবং যেদিন সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে।

১৬. আর স্মরণ করো এই কিতাবে মারইয়ামকে যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের কোনো এক স্থানে চলে গেলো।

১৭. আর সে তাদের নিকট থেকে (নিজকে) আড়াল করলো। তখন আমি তার নিকট আমার রূহ জিবরীলকে প্রেরণ করলাম। অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করলো।

১৮. মারইয়াম বললো, 'আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি মুত্তাকী হও'।

১৯. সে বললো, 'আমি তো কেবল তোমার রবের বার্তাবাহক, তোমাকে একজন পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য এসেছি'।

---

12 এখানে 'হুকম' বলতে হিকমাত বা প্রজ্ঞা বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, তা হল ইলম ও আমল। কেউ বলেছেন, নবুওয়াত বা আকল। ইমাম শওকানী বলেন, উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় 'হুকম' দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।

২০. মারইয়াম বললো, 'কীভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি তো ব্যভিচারিণীও নই'।

২১. সে বললো, 'এভাবেই। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ। আর যেন আমি তাকে করে দেই মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত। আর এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয়'।

২২. তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো এবং তা নিয়ে দূরবর্তী একটি স্থানে চলে গেলো।

২৩. অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে এলো। সে বললো, 'হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতাম'!

২৪. তখন তার নিচ থেকে সে তাকে ডেকে বললো যে, 'তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার নিচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন'।

২৫. 'আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে'।

২৬. 'অতঃপর তুমি খাও, পান করো এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 'আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলবো না'।

২৭. তারপর সে তাকে কোলে নিয়ে নিজ জাতির নিকট আসলো। তারা বললো, 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক অঘটন করে বসেছো'!

২৮. 'হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিলো না। আর তোমার মা-ও ছিলো না ব্যভিচারিণী'।

২৯. তখন সে শিশুটির দিকে ইশারা করলো। তারা বললো, 'যে কোলের শিশু আমরা কীভাবে তার সাথে কথা বলবো'?

৩০. শিশুটি বললো, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন'।

৩১. 'আর যেখানেই আমি থাকি না কেনো তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতোদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন'।

৩২. 'আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহংকারী, অবাধ্য করেননি'।

৩৩. 'আর আমার উপর শান্তি, যেদিন আমি জন্মেছি এবং যেদিন আমি মারা যাবো আর যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে'।

৩৪. এই হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা। এটাই সঠিক বক্তব্য, যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছে।

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র-মহান। তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তদুদ্দেশ্যে শুধু বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

৩৭. এরপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ করলো। কাজেই মহাদিবস প্রত্যক্ষকালে কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য।

৩৮. যেদিন তারা আমার কাছে আসবে সেদিন তারা কতই না স্পষ্টভাবে শুনতে পাবে এবং দেখতে পাবে! কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

৩৯. আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না।

৪০. নিশ্চয় আমি যমীন ও এর উপরে যা রয়েছে তার চূড়ান্ত মালিক হব[১৩] এবং আমারই নিকট তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

৪১. আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিলো পরম সত্যবাদী, নবী।

৪২. যখন সে তার পিতাকে বললো, 'হে আমার পিতা, তুমি কেনো তার ইবাদত করো যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোনো উপকারে আসতে পারে'?

---

13 চূড়ান্ত ওয়ারিস বলতে বুঝানো হয়েছে চূড়ান্ত মালিক অর্থাৎ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র আল্লাহই থাকবেন এবং সবকিছু থাকবে তাঁর মালিকানাধীন।

৪৩. 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করো, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো'।

৪৪. 'হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান হলো পরম করুণাময়ের অবাধ্য'।

৪৫. 'হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।'

৪৬. সে বললো, 'হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও'।[১৪]

৪৭. (ইবরাহীম) বললো, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল'।

৪৮. 'আর আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত তোমরা করো তাদের পরিত্যাগ করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদত করছি। আশা করি আমার রবের ইবাদত করে আমি ব্যর্থ হবো না'।

৪৯. অতঃপর যখন সে তাদেরকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদত করতো তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলো, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং তাদের প্রত্যেককে নবী করলাম।

৫০. আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের সুনাম সুখ্যাতিকে সমুচ্চ করলাম।

৫১. আর স্মরণ করো এই কিতাবে মূসাকে। অবশ্যই সে ছিলো মনোনীত এবং সে ছিলো রাসূল, নবী।

৫২. আমি তাকে তূর পর্বতের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্দেশ্যে তাকে নৈকট্য দার্ন করেছিলাম।

৫৩. আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তার জন্য তার ভাই হারূনকে নবীরূপে দান করলাম।

৫৪. আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিলো সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিলো রাসূল, নবী।

৫৫. আর সে তার পরিবার–পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিলো তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।

৫৬. আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইদরীসকে। সে ছিলো পরম সত্যনিষ্ঠ নবী।

৫৭. আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছিলাম।

৫৮. এরাই সে সব নবী, আদম সন্তানের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদের আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাদেরকে আমি পথপ্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।

৫৯. তাদের পরে আসলো এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

৬০. তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।

৬১. তা চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন গায়েবের সাথে। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।

৬২. তারা সেখানে 'শান্তি' ছাড়া কোনো অর্থহীন কথা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের রিযিক।

---

14 ইবনে আব্বাসের মতে এ আয়াতের অর্থ হলো তুমি আমার কাছ থেকে নিরাপদে সরে যাও। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থে বলেছেন, 'তুমি আমার সাথে দীর্ঘ সময়ের জন্য কথা বলবে না'। (আত্–তাফসীর আল–মুয়াস্সার)

৬৩. সেই জান্নাত, আমি যার উত্তরাধিকারী বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যারা মুত্তাকী।

৬৪. (জিবরীল বললো) 'আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে আছে, আর যা আছে আমাদের পিছনে এবং যা রয়েছে এতদোভয়ের মধ্যে, সব তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার রব ভুলে যান না।

৬৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যে যা আছে তার রব। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁরই ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জানো?

৬৬. আর মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমাকে কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত করা হবে?'

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে কিছুই ছিলো না?

৬৮. অতএব তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে ও শয়তানদেরকে সমবেত করবো, অতঃপর জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় তাদেরকে হাযির করবো।

৬৯. তারপর প্রত্যেক দল থেকে পরম করুণাময়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অবাধ্যকে আমি টেনে বের করবোই।

৭০. উপরন্তু আমি সর্বাধিক ভালো জানি তাদের সম্পর্কে, যারা জাহান্নামে দগ্ধীভূত হওয়ার অধিকতর যোগ্য।

৭১. আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৭২. তারপর আমি এদেরকে মুক্তি দিবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর যালিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দিবো নতজানু অবস্থায়।

৭৩. আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা ঈমানদারদেরকে বলে, 'দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস হিসেবে উত্তম?'

৭৪. আর তাদের পূর্বে আমি কতো প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি যারা সাজ-সরঞ্জাম ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো!

৭৫. বল, 'যে বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাকে পরম করুণাময় প্রচুর অবকাশ দিবেন, যতক্ষণ না তারা যে বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করবে, চাই তা আযাব হোক অথবা কিয়ামত। তখন তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল।

৭৬. আর যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতি হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

৭৭. তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো[15] যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, 'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে।'

৭৮. সে কি গায়েব সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, না পরম করুণাময়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

৭৯. কখনো নয়, সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার আযাব বাড়াতেই থাকব।

৮০. আর সে যা বলে আমি তার অধিকারী হবো এবং আমার কাছে সে একাকী আসবে।

৮১. আর তারা আল্লাহ ছাড়া বহু 'ইলাহ' গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের সাহায্যকারী হতে পারে।

৮২. কখনো নয়, এরা তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে।

৮৩. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি; ওরা তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে?

৮৪. সুতরাং তাদের ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করো না; আমি তো কেবল তাদের জন্য নির্ধারিত কাল গণনা করছি,

---

15 উল্লিখিত আয়াত ক'টি 'আস ইব্‌ন ওয়ায়েল সম্পর্কে নাযিল হয়। তাঁর কাছে খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) এর কিছু ঋণ পাওনা ছিল। তা চাইতে গেলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'আমি যখন মারা যাব, অতঃপর আবার জীবিত হব তখন তুমি আমার কাছে এসো। তখনো আমাকে সন্তান–সন্ততি দেয়া হবে। সেখান থেকে তোমার ঋণ পরিশোধ করব'।

৮৫. যেদিন পরম করুণাময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করবো,

৮৬. আর অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।

৮৭. যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না।

৮৮. আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

৮৯. অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছো।

৯০. এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।

৯১. কারণ তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে।

৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়।

৯৩. আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে বান্দা হিসেবে পরম করুণাময়ের কাছে হাযির হবে না।

৯৪. তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন।

৯৫. আর কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী।

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।

৯৭. আর আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং কলহপ্রিয় জাতিকে তদ্দারা সতর্ক করতে পারো।

৯৮. আর তাদের পূর্বে কতো প্রজন্মকে আমি ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও, কিংবা শুনতে পাও তাদের কোনো ক্ষীণ আওয়াজ?

সূরা ত্বাহা

020-001.mp3

020-002.mp3

০১. ত্ব-হা,

০২. আমি তোমার প্রতি আল-কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে;

০৩. বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ স্বরূপ।

০৪. যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ।

০৫. পরম করুণাময় আরশের উপর উঠেছেন[16]।

০৬. যা আছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যা আছে মাটির নিচে সব তাঁরই।

০৭. আর যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বলো তবে তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় জানেন।

০৮. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।

০৯. আর তোমার কাছে কি মূসার কথা পৌঁছেছে?

১০. যখন সে আগুন দেখলো, তখন নিজ পরিবারকে বললো, 'তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করি আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারবো অথবা আগুনের নিকট পথনির্দেশ পাবো।'

১১. যখন সে আগুনের কাছে আসলো তখন তাকে আহ্বান করা হলো, 'হে মূসা'

১২. নিশ্চয় আমি তোমার রব; সুতরাং তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেলো, নিশ্চয় তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ'।

১৩. 'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং যা ওহীরূপে পাঠানো হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনো'।

১৪. 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো'।

১৫. 'নিশ্চয় কিয়ামত আসবে; আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেককে স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়'।

১৬. অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেনো কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে তোমাকে বাধা দিতে না পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭. আর 'হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী'?

১৮. সে বললো, 'এটি আমার লাঠি; আমি এর উপর ভর করি, এটি দিয়ে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং এটি আমার আরো অনেক কাজে লাগে।'

১৯. তিনি বললেন, 'হে মূসা! ওটা ফেলে দাও।'

২০. অতঃপর সে তা ফেলে দিলো; অমনি তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো।

২১. তিনি বললেন, 'ওটা ধর এবং ভয় করো না, আমি ওকে ওর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবো'।

---

[16]. এ আয়াতে আল্ল- াহর একটি ক্রিয়াবাচক গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে استواء বা আরশের উপর উঠা। ইমাম মালেককে এ গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, استواء এর অর্থ জানা আছে, তবে তার ধরন (كيفيت) জানা নেই। এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত। এ নীতিটি আল- ্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২২. 'আর তোমার হাত তোমার বগলের সাথে মিলাও, তাহলে তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনোরূপ ত্রুটি ছাড়া; আরেকটি নিদর্শনরূপে'।

২৩. এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহের কিছু দেখাবো।

২৪. 'ফির'আউনের কাছে যাও; নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে'।

২৫. সে বললো, 'হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন'

২৬. এবং আমার কাজ সহজ করে দিন,

২৭. আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন-

২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

২৯. আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।

৩০. আমার ভাই হারূনকে

৩১. তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন-

৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক করুন।

৩৩. 'যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি

৩৪. এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি।

৩৫. আপনিই তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা'।

৩৬. তিনি বললেন, 'হে মূসা, তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো'।

৩৭. 'আর আমি আরো একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম।

৩৮. যখন আমি তোমার মাতাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যা জানানোর ছিলো

৩৯. যে, তুমি তাঁকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে দাও। তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। যেন দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়। ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে নিবে। আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও'।

৪০. যখন তোমার বোন (সিন্দুকের সাথে সাথে) চলছিল। অতঃপর সে গিয়ে বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দিবো, যে এর দায়িত্বভার নিতে পারবে'? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম; যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তখন আমি তোমাকে মানোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে আমি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছো। হে মূসা, তারপর নির্ধারিত সময়ে তুমি এসে উপস্থিত হলে।

৪১. এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করেছি।

৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যাও এবং আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অলসতা করো না।

৪৩. তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে।

৪৪. তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

৪৫. তারা বললো, 'হে আমাদের রব, আমরা তো আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে'।

৪৬. তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনছি ও দেখছি'।

৪৭. সুতরাং তোমরা দু'জন তার কাছে যাও অতঃপর বলো, 'আমরা তোমার রবের দু'জন রাসূল। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না। আমরা তোমার কাছে এসেছি তোমার রবের আয়াত নিয়ে। আর যারা সৎ পথ অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি'।

৪৮. নিশ্চয় আমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, আযাব তো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯. ফির'আউন বললো, 'হে মূসা, তাহলে কে তোমাদের রব'?

৫০. মূসা বললো, 'আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন'।

৫১. ফির'আউন বললো, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী'?

৫২. মূসা বললো, 'এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না'।

৫৩. 'যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন'; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

৫৪. তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৫৫. মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবো এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনবো।

৫৬. আমি তাকে আমার সকল নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে এবং অমান্য করেছে।

৫৭. সে বললো, 'হে মূসা, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, তোমার যাদুর দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিবে'?

৫৮. 'তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার নিকট অনুরূপ যাদু নিয়ে আসবো। সুতরাং একটা মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের ও তোমার মিলিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করো, যা আমরাও লঙ্ঘন করবো না, তুমিও করবে না'।

৫৯. মূসা বললো, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন। আর সেদিন পূর্বাহ্নেই যেনো লোকজনকে সমবেত করা হয়'।

৬০. অতঃপর ফির'আউন উঠে গেলো। তারপর সে তার কৌশল একত্র করলো, তারপর সে আসলো।

৬১. মূসা তাদেরকে বললো, 'তোমাদের দুর্ভাগ্য! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে তিনি আযাব দ্বারা তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, সে-ই ব্যর্থ হয়।

৬২. তখন তারা নিজদের মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করলো।

৬৩. তারা বললো, 'এ দু'জন অবশ্যই যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করে দিতে'।

৬৪. কাজেই তোমরা তোমাদের কলা-কৌশল একত্রিত করো। তারপর তোমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে আসো। আর আজ যে বিজয়ী হবে, সে-ই সফল হবে'।

৬৫. তারা বললো, হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ করো, না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।

৬৬. মূসা বললো, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো'। অতঃপর তাদের যাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হলো যেনো তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।

৬৭. তখন মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করলো।

৬৮. আমি বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে'।

৬৯. 'আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেনো, সে সফল হবে না'।

৭০. অতঃপর যাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বললো, 'আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম'।

৭১. ফির'আউন বললো, 'কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় সে-ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবোই। আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার আযাব বেশি কঠোর এবং বেশি স্থায়ী।

৭২. তারা বললো, 'আমাদের নিকট যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিবো না। সুতরাং তুমি যা ফয়সালা করতে চাও, তাই করো। তুমিতো কেবল এ দুনিয়ার জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার'।

৭৩. 'নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে যাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছো, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'।

৭৪. যে তার রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

৭৫. আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হলো যারা পরিশুদ্ধ হয় তাদের পুরস্কার।

৭৭. আর আমি অবশ্যই মূসার কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় রওয়ানা হও। অতঃপর সজোরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও। পেছন থেকে ধরে ফেলার আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না'।

৭৮. তারপর ফির'আউন তার সেনাবাহিনী সহ তাদের পিছু নিলো। অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলো।

৭৯. আর ফির'আউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সে সঠিক পথ দেখায়নি।

৮০. হে বনী ইসরাঈল, আমিই তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে নাজাত দিয়েছি। আর তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম তূর পাহাড়ের ডান পাশের[17] এবং আমি তোমাদের জন্য অবতরণ করেছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'।

৮১. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ভালোগুলো খাও এবং এতে সীমালঙ্ঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার গযব পতিত হবে। আর যার উপর আমার গযব পতিত হয় সে অবশ্যই ধ্বংস হয়।

৮২. আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে।

৮৩. হে মূসা, কিসে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসেছে তোমাকে, তোমার জাতিকে পেছনে ফেলে?

৮৪. মূসা বললো, 'এই তো তারা আমার পিছনে। হে আমার রব, আমি তাড়াতাড়ি করে আপনার নিকট এসেছি, যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন'।

৮৫. আল্লাহ বললেন, 'তোমার চলে আসার পর আমি তো তোমার জাতিকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি। আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে'।

---

17. তারা তূর পাহাড়ের ডানপার্শ্বে উপস্থিত হলে আল- ॢাহ তা'আলা তাদেরকে তাওরাত কিতাব প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন।

৮৬. তারপর মূসা ক্রোধ ও দুঃখভরে তার জাতির কাছে ফিরে গেলো। সে বললো, 'হে জাতি, তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা করেননি? তোমাদের কাছে কি সেই ওয়াদার সময় দীর্ঘ হয়ে গেছে? নাকি তোমরা চেয়েছো যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের গযব পতিত হোক? তাই তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে'?

৮৭. তারা বললো, 'আমরা তো স্বেচ্ছায় আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করিনি, বরং জাতির অলংকারের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা তা (আগুনে) নিক্ষেপ করেছি, অনুরূপভাবে সামেরীও ফেলে দিয়েছে'।

৮৮. তারপর সে তাদের জন্য একটা গো বাছুরের অবয়ব বের করে আনলো, যার ছিলো আওয়াজ। তখন তারা বললো, 'এটাই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ; কিন্তু সে এ কথা ভুলে গেছে'।

৮৯. তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোনো কথার জবাব দিতে পারে না, আর তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না?

৯০. আর হারূন পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল, 'হে আমার কওম, এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো পরম করুণাময়। তাই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চল'।

৯১. তারা বলল, 'আমরা এর উপরই অবিচল থাকব; যতক্ষণ না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে'।

৯২. মূসা বললো, 'হে হারূন! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন তোমাকে কিসে বিরত রাখলো'

৯৩. যে তুমি আমার অনুসরণ করলে না? তাহলে তুমিও কি আমার আদেশ অমান্য করেছ'?

৯৪. সে বললো, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়িও ধরো না, মাথার চুলও ধরো না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি'।

৯৫. মূসা বললো, 'হে সামেরী! তোমার কী অবস্থা'?

৯৬. সে বললো, 'আমি এমন কিছু দেখেছি যা ওরা দেখেনি। তারপর আমি দূতের (জিবরীলের) পায়ের চিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিলাম। অতঃপর তা নিক্ষেপ করেছিলাম। আর আমার মন আমার জন্য এরূপ করাটা শোভন করেছিল'।

৯৭. মূসা বললো, 'যাও, তোমার শাস্তি হলো, জীবদ্দশায় তুমি বলতে থাকবে, 'আমাকে স্পর্শ করো না'। আর তোমার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রইলো যার কখনো ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার ইলাহের প্রতি চেয়ে দেখো, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা তা অবশ্যই জ্বালিয়ে দিবো। তারপর বিক্ষিপ্ত করে তা সাগরে নিক্ষেপ করবোই'।

৯৮. 'তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সকল বিষয়েই তার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত'।

৯৯. পূর্বে যা ঘটে গেছে তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি।

১০০. তা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে।

১০১. সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এটা তাদের জন্য বোঝা হিসেবে কতোই না মন্দ হবে!

১০২. যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, আর সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।

১০৩. সেদিন তারা চুপে চুপে নিজদের মধ্যে বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে'।

১০৪. আমি ভালোভাবেই জানি তারা কী বলবে, তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল যে লোকটি সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে'!

১০৫. আর তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

১০৬.তারপর তিনি তাকে মসৃণ সমতলভূমি করে দিবেন।

১০৭.তাতে তুমি কোনো বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।

১০৮.সেদিন তারা আহ্বানকারীর (ফেরেশতার) অনুসরণ করবে। এর কোনো এদিক সেদিক হবে না এবং পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ নিচু হয়ে যাবে। তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না।

১০৯.সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন তার সুপারিশ ছাড়া কারো সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না।

১১০. তিনি তাদের আগের ও পরের সবকিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞানের দিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না।

১১১. আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলুম বহন করবে।

১১২. এবং যে মুমিন অবস্থায় ভালো কাজ করবে সে কোনো যুল্‌ম বা ক্ষতির আশংকা করবে না।

১১৩.আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ।

১১৪. সুতরাং আল্লাহ মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি; তোমার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না এবং তুমি বলো, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'

১১৫. আর আমি ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি।

১১৬.আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো,' তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো; সে অমান্য করলো।

১১৭. অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেনো তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে কিছুতেই বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা দুর্ভোগ পোহাবে'।

১১৮.'নিশ্চয় তোমার জন্য এ ব্যবস্থা যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও হবে না এবং বস্ত্রহীনও হবে না'।

১১৯.'আর সেখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না এবং রৌদ্রদগ্ধও হবে না'।

১২০.অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, বললো, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?'

১২১.অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেলো। তখন তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করলো; ফলে সে বিভ্রান্ত হলো।

১২২.এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, অতঃপর তার তাওবা কবূল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন।

১২৩.তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়েই জান্নাত হতে এক সাথে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।

১২৪.আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়'।

১২৫.সে বলবে, 'হে আমার রব, কেনো আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন'?

১২৬.তিনি বলবেন, 'এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখা হবে'।

১২৭.আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী।

১২৮.এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করলো না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন।

১২৯.আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকতো, তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হতো।

১৩০.সুতরাং এরা যা বলে তার উপর ধৈর্যধারণ কর এবং তাসবীহ পাঠ করো তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে, সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং তাসবীহ পাঠ করো রাতের কিছু অংশে ও দিনের প্রান্তসমূহে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।

১৩১.আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযিক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।

১৩২.আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দিই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৩.আর তারা বলে, 'সে তার রবের কাছ থেকে আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না কেনো'? পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তা কি তাদের কাছে আসেনি?

১৩৪.আর যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন আযাব দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে অবশ্যই তারা বলতো, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠালেন না কেনো? তাহলে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শনাবলি অনুসরণ করতাম'।

১৩৫.বলো, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাকো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কারা সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত'।

সূরা আম্বিয়া

021-001.mp3

021-002.mp3

০১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

০২. যখনই তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের নিকট কোনো নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা কৌতুকভরে শ্রবণ করে।

০৩. তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী এবং যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। এরপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে'?

০৪. সে (রাসূল) বললো, 'আমার রব আসমান ও যমীনের সমস্ত কথাই জানেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।

০৫. বরং তারা বলে, 'এগুলো অলীক কল্পনা, হয় সে এটি মন থেকে বানিয়েছে নয়তো সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে এমন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ'।

০৬. তাদের পূর্বে যে জনপদ ঈমান আনেনি তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। তবে কি এরা ঈমান আনবে?

০৭. আর তোমার পূর্বে আমি পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।

০৮. আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করতো না, আর তারা স্থায়ীও ছিলো না।

০৯. অতঃপর আমি তাদের প্রতি কৃত ওয়াদা পূর্ণ করলাম। আর আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা করি রক্ষা করলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

১০. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ[১৮] রয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

১১. আমি কতো জনবসতিকে ধ্বংস করেছি, যারা ছিলো যালিম এবং তাদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি।

১২. অতঃপর তারা যখন আমার আযাব দেখল, তখনই তারা জনপদ ছেড়ে পালাতে লাগলো।

১৩. (তাদেরকে বলা হলো) 'পলায়ন করো না, বরং তোমাদের ভোগ–বিলাসিতায় এবং ঘরবাড়িতে ফিরে যাও, যেন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়'।

১৪. তারা বললো, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো অবশ্যই যালিম ছিলাম।'

১৫. অতঃপর তাদের এই বিলাপ চলতে থাকে আমি তাদেরকে কেটে ফেলা শস্য ও নিভে যাওয়া আগুন সদৃশ না করা পর্যন্ত।

১৬. আসমান–যমীন ও তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

১৭. আমি যদি খেলার উপকরণ গ্রহণ করতে চাইতাম, তবে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই করতাম। কিন্তু আমি তা করিনি।

১৮. বরং আমি মিথ্যার উপর সত্য নিক্ষেপ করি; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিমিষেই তা বিলুপ্ত হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তোমরা যা বলছো তার জন্য ।

১৯. আর আসমান–যমীনে যারা আছে তারা সবাই তাঁর; আর তাঁর কাছে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশতঃ তাঁর ইবাদত হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।

২০. তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শিথিলতা দেখায় না।

---

[18]. এ আয়াতে যিকর শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারেঃ একটি উপদেশ আর অপরটি সম্মান ও মর্যাদা। অর্থাৎ যে এ কুরআন শিক্ষা করে এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে সেই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে।

২১. তারা যেসব মাটির দেবতা গ্রহণ করেছে, সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকতো তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

২৩. তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

২৪. তারা কি তাঁকে ছাড়া অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলো, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো। আমার সাথে যারা আছে এটি তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিলো তাদের জন্যও এটাই ছিলো উপদেশ।' কিন্তু তাদের বেশিরভাগই প্রকৃত সত্যকে জানে না; তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৫. আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, ' আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।'

২৬. আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র। বরং তারা[১৯] সম্মানিত বান্দা।

২৭. তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে।

২৮. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[২০]

২৯. আর তাদের মধ্যে যে-ই বলবে, 'তিনি ছাড়া আমি ইলাহ', তাকেই আমি প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম দিবো; এভাবেই আমি যালিমদের আযাব দিয়ে থাকি।

৩০. যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো[২১], অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

৩১. আর আমি যমীনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা পর্বতসমূহ নিয়ে একদিকে হেলে না পড়ে[২২], আর আমি তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যেনো তারা চলতে পারে।

৩২. আর আমি আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৩. আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

৩৪. আর তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে?

---

19. বনূ খুযা'আ দাবী করত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। এ ভুল ধারণা দূর করতে আল্লাহ বলেন, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান নয়; বরং তারা সম্মানিত বান্দা। আল-কাশ্শাফ

20. ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে।

21. আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আদিতে আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র ও পৃথিবী ইত্যাদি পৃথক সত্তায় ছিল না; বরং সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য গ্যাসীয় কণার সমষ্টি। পরবর্তীকালে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। এটিই বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ থিওরী।

22 আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিদগণ বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থের তাপ ছড়ানোর কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হয়ে তাতে ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং তার উপরের অংশই হলো পর্বত। পর্বতমালা পৃথিবী-পৃষ্ঠের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৩৫. প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

৩৬. আর যারা কুফরী করে তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বলে, 'এ কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে?' অথচ তারাই 'রহমান'-এর আলোচনার বিরোধিতা করে।[২৩]

৩৭. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমার নিদর্শনাবলি। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

৩৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে?'

৩৯. হায়, কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানতো, যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ফিরাতে পারবে না। আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না;

৪০. বরং অকস্মাৎ তাদের উপর তা এসে পড়বে। অতঃপর তাদেরকে হতবাক করে দিবে। ফলে তারা তা ফিরাতে সক্ষম হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

৪১. আর তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা করতো তাই বিদ্রূপকারীদেরকে ঘিরে ফেলেছিলো।[২৪]

৪২. বলো, 'রাতে এবং দিনে পরম করুণাময় থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?' তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৩. আমি ছাড়া তাদের কি এমন কোনো দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং আমার বিরুদ্ধে তারা কোনো সঙ্গীও পাবে না।[২৫]

৪৪. বরং আমিই তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপভোগ করতে দিয়েছিলাম; উপরন্তু তাদের হায়াতও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি চতুর্দিক থেকে তাদের দেশকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি? তবুও কি তারা জয়ী হবে?

৪৫. বলো, 'আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি'। কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শোনে না।

৪৬. আর তোমার রবের আযাবের সামান্য কিছুও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে তারা অবশ্যই বলে উঠবে–'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো অবশ্যই যালিম ছিলাম'।

৪৭. আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করবো। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

---

23 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের দেবতাদের অস্বীকার করতেন বলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমালোচনা করত। আবার তাঁরাই একমাত্র ইলাহ আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রহমান' শব্দটি শুনতেই চাইতো না। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞতা ও স্ববিরোধিতা। (আল-কুরতুবী)

24. রাসূলগণ আযাব আসার ভয় দেখালে কাফিররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। পরিশেষে তাদের ঠাট্টার বস্তু অর্থাৎ আযাব এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলত এবং সে আযাবই তাদেরকে গ্রাস করত।

25. يصحبون এর অর্থ-তারা সঙ্গী পাবে না। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে এর অর্থ হল يجارون অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি পেতে তাদেরকে সাহায্য করবে এমন কাউকে তারা পাবে না।

৪৮. আর আমি তো মূসা ও হারূনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিয়েছিলাম এবং মুত্তাকীদের জন্য দিয়েছিলাম জ্যোতি ও উপদেশ।

৪৯. যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

৫০. আর এটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?

৫১. আর আমি তো ইতাপূর্বে ইবরাহীমকে সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত।

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, 'এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ'?

৫৩. তারা বললো, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি'।

৫৪. সে বললো, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।

৫৫. তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছো, নাকি তুমি খেল-তামাশা করছো'?

৫৬. সে বললো, 'না, বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও যমীনের রব; যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী'।

৫৭. 'আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করবো'।

৫৮. অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে।

৫৯. তারা বললো, 'আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে কে এমনটি করলো? নিশ্চয় সে যালিম'।

৬০. তাদের কেউ কেউ বললো, 'আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহীম'।

৬১. তারা বললো, 'তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা দেখতে পারে'।

৬২. তারা বললো, 'হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে এরূপ করেছো'?

৬৩. সে বললো, 'বরং তাদের এ বড়টিই একাজ করেছে। তাই এদেরকেই জিজ্ঞাসা করো, যদি এরা কথা বলতে পারে'।

৬৪. তখন তারা নিজদের দিকে ফিরে গেল[২৬] এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো যালিম'।

৬৫. অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেলো এবং বললো, 'তুমি তো জানেই যে, এরা কথা বলতে পারে না'।

৬৬. সে (ইবরাহীম) বললো, 'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না'?

৬৭. 'ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে! 'তবুও কি তোমরা বিবেচনা না'?

৬৮. তারা বললো, 'তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও'।

৬৯. আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য'।

৭০. আর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।

৭১. আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সে দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।

৭২. আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূবকে অতিরিক্ত হিসেবে; আর তাদের প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল করেছিলাম।

৭৩. আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতো। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদত করতো।

৭৪. আর লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আমি তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা নিকৃষ্টতম কাজে লিপ্ত ছিলো। তারা ছিলো এক মন্দ ও পাপাচারী জাতি।

---

[26] এ বাক্যের অর্থ 'তারা মনে মনে চিন্তা করলো তারা বিবেক বুদ্ধি খাটালো' ও হতে পারে।

৭৫. আর আমি তাকে আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলাম। সে ছিলো সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. আর স্মরণ করো নূহের কথা, ইতোপূর্বে যখন সে আমাকে ডেকেছিল, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

৭৭. আর আমি তাকে সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিলো। তারা ছিলো এক মন্দ জাতি। তাই আমি তাদের সকলকেই পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলাম।

৭৮. আর স্মরণ করো দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল। যাতে রাতের বেলায় কোনো জাতির মেষ ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার কাজ দেখছিলাম।

৭৯. অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমি পর্বতমালা ও পাখীদেরকে দাঊদের অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর এসব কিছু আমিই করছিলাম।

৮০. আর আমিই তাকে তোমাদের জন্য বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছিলাম। যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

৮১. আর আমি সুলায়মানের জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম প্রবল হাওয়াকে, যা তার নির্দেশে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি বরকত রেখেছি। আর আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম।

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়া অন্যান্য কাজও করতো। আর আমিই তাদের জন্য হিফাযতকারী ছিলাম।

৮৩. আর স্মরণ করো আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যতো দুঃখ-কষ্ট ছিলো তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মতো আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

৮৫. আর স্মরণ করো ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল্ কিফল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিলো।

৮৬. আর তাদেরকে আমি আমার রহমতে শামিল করেছিলাম। তারা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ।

৮৭. আর স্মরণ করো যুন-নূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিলো এবং মনে করেছিলো যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবো না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিলো, 'আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম'।

৮৮. অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।

৮৯. আর স্মরণ করো যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিলো, 'হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'।

৯০. অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতো। আর আমাকে আগ্রহ ও ভীতি সহকারে ডাকতো। আর তারা ছিলো আমার নিকট বিনয়ী।

৯১. আর স্মরণ করো সে নারীর কথা, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলো। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য করেছিলাম এক নিদর্শন ।

৯২. নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো।

৯৩. কিন্তু তারা নিজদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সকলেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

৯৪. সুতরাং যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা হবে না। আররা আম তো তা লিখে রাখি।

৯৫. আর আমি যে জনপদকে ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ আর ফিরে আসবে না।

৯৬. অবশেষে যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে।

৯৭. আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসলে হঠাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম বরং আমরা ছিলাম যালিম' ।

৯৮. নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা করো, সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে।

৯৯. যদি তারা ইলাহ হতে তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। আর তারা সবাই তাতে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

১০০.সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ, আর সেখানে তারা শুনতে পাবে না।

১০১. আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।

১০২.তারা জাহান্নামের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। সেখানে তারা তাদের মনঃপুত বস্তুর মধ্যে চিরকাল থাকবে।

১০৩.মহাভীতি তাদেরকে পেরেশান করবে না। আর ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, 'এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো'।

১০৪.সে দিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিবো, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলীল-পত্রাদি। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো। ওয়াদা পালন করা আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবোই।

১০৫.আর উপদেশ দেয়ার পর আমি কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, 'আমার যোগ্যতর বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে'।

১০৬.নিশ্চয় এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ বাণী রয়েছে।

১০৭.আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

১০৮.বলো, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে'?

১০৯.তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বলে দিও, 'আমি যথাযথভাবে তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। আর আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা কি নিকটবর্তী না দূরবর্তী'।

১১০. তিনি প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জানেন এবং তোমরা যা গোপন করো তাও জানেন।

১১১. আর আমি জানি না হয়তো তা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা কিছু কালের জন্য উপভোগের সুযোগ।

১১২. রাসূল বলেছিল, 'হে আমার রব, আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দিন'। আর আমাদের রব তো পরম করুণাময়। তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে তিনিই একমাত্র সহায়স্থল।

সূরা হাজ্ব

022-001.mp3

022-002.mp3

০১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

০২. যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন।

০৩. মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

০৪. তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।

০৫. হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক তবে নিশ্চয় জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা[27] থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশ্ত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ।

০৬. এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

০৭. আর কিয়ামত আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

০৮. আর মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে কোনো জ্ঞান ছাড়া, কোনো হিদায়াত ছাড়া এবং দীপ্তিমান কিতাব ছাড়া।

০৯. সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাবো।

১০. (সেদিন তাকে বলা হবে), 'এটি তোমার দু'হাত যা পূর্বে প্রেরণ করেছে তার কারণে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন'।

১১. মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে সে তাতে প্রশান্ত হয়। আর যদি তার কোনো বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১২. সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না। এটিই চরম পথভ্রষ্টতা।

১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কতইনা নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কতোই না নিকৃষ্ট এই সঙ্গী!

---

27 علق মানে যুক্ত ও ঝুলন্ত বস্তু। পূর্ববর্তী তাফসীরকারকদের অনেকে এর অর্থ করেছেন রক্তপিন্ড। তবে আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা পরে জরায়ূ গাত্রে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য 'আলাকা শব্দের অনুবাদ এখন করা হয়, এমন কিছু যা যুক্ত হয়ে থাকে।

১৪. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

১৫. যে ধারণা করে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো তাকে (রাসূলকে) সাহায্য করবেন না, সে আসমানের দিকে একটি রশি প্রসারিত করুক, এরপর তা কেটে দিক, অতঃপর দেখুক তার কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা।

১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে তা (কুরআন) নাযিল করেছি। আর আল্লাহ নিঃসন্দেহে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিঈ, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই সম্যক প্রত্যক্ষকারী।

১৮. তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজী, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

১৯. এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।

২০. যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে।

২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী।

২২. যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করো।

২৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

২৪. তাদেরকে পবিত্র বাণীর দিকে পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে মহা প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছিল।

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি। আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে সেখানে পাপকাজ করতে চায়, তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আস্বাদন করাবো।

২৬. আর স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্‌র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য।

২৭. আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে।

২৮. যেনো তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযিক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও।

২৯. তারপর তারা যেনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং প্রাচীন ঘরের[২৮] তাওয়াফ করে'।

৩০. এটিই বিধান আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র বিষয়সমূহকে সম্মান করলে তার রবের নিকট তা-ই তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু; তবে যা তোমাদের কাছে পাঠ করা হয় সেগুলি ছাড়া। সুতরাং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো–

---

28 البيت العتيق বা পুরাতন ঘর বলতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তৈরীকৃত সবচাইতে পুরাতন ঘর তথা কা'বা ঘরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ ইবাদাতের জন্য নির্মিত এটাই যমীনের বুকে সর্বপ্রথম ঘর।

৩১. আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে দূরের কোনো জায়গায় নিক্ষেপ করলো।

৩২. এটাই হলো আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।

৩৩. এসব চতুষ্পদ জন্তুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, তারপর এগুলোর কুরবানীর স্থান হবে প্রাচীন ঘরের নিকট।

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিযিক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও,

৩৫. যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

৩৬. আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৩৭. আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সে সবকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পারো, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম।

৪০. যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪১. তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।

৪২. আর তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছিল নূহ, 'আদ ও ছামূদের জাতি।

৪৩. আর ইবরাহীমের জাতি ও লূতের জাতি।

৪৪. আর মাদইয়ানবাসীরা। আর অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকে। তাই কাফিরদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কেমন ছিলো আমার শাস্তি!

৪৫. অতঃপর কতো জনপদ আমি ধ্বংস করেছি যেগুলোর বাসিন্দারা ছিলো যালিম, তাই এইসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো, কতো কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কতো সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে!

৪৬. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারতো এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারতো। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।

৪৭. আর তারা তোমাকে আযাব তরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয় এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।

৪৮. আর আমি কতো জনপদকে অবকাশ দিয়েছি, অথচ তারা ছিল যালিম; অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। আর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল ।

৪৯. বলো, 'হে মানুষ, আমি তো কেবল তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

৫১. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

৫২. আর আমি তোমার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, সে যখনই (ওহীকৃত বাণী) পাঠ করেছে, শয়তান তার পাঠে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৫৩. এটা এজন্য যে, শয়তান যা নিক্ষেপ করে, তা যাতে তিনি তাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে দেন, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয়সমূহ পাষাণ। আর নিশ্চয় যালিমরা দুস্তর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে।

৫৪. এটা এজন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা যেনো জানতে পারে যে, এটা অবশ্যই তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য। অতঃপর তারা যেনো এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেনো এর প্রতি অনুগত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী।

৫৫. আর যারা কুফরী করে, তারা এতে সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাদের নিকট আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে অথবা তাদের নিকট এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের আযাব।

৫৬. সে দিনের বাদশাহী আল্লাহরই। তিনিই তাদের মধ্যে বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা নিআমতপূর্ণ জান্নাতসমূহে অবস্থান করবে।

৫৭. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যেই রয়েছে অপমানজনক আযাব।

৫৮. আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে আর আল্লাহ তো নিশ্চয় মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল।

৬০. এটাই প্রকৃত অবস্থা। আর যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে; অতঃপর তার উপর আবার নিপীড়ন করা হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

৬১. এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

৬২. আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।

৬৩. তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার ফলে যমীন সবুজ–শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ দয়বান, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহই তো অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার অধিকারী।

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, যমীনে যা কিছু আছে এবং নৌযানগুলো যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনিই আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা যমীনের উপর পড়ে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই করুণাময়, পরম দয়ালু।

৬৬. আর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দিবেন, তারপর তিনিই তোমাদেরকে আবার জীবন দিবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৭. আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ইবাদতের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, তারা যার অনুসরণকারী। সুতরাং তারা যেনো তোমার সাথে এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক করতে না পারে। আর তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান করো। নিশ্চয় তুমি সরল পথেই রয়েছ।

৬৮. আর তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতণ্ডা করে, তাহলে বলো, ‘তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।’

৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, আল্লাহ সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দিবেন।

৭০. তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

৭১. আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদেরও কোনো জ্ঞান নেই। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭২. আর তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হলে যারা কুফরী করে তাদের মুখমণ্ডলে তুমি অসন্তোষ লক্ষ্য করবে; তাদের কাছে যারা আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বলো, তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও খারাপ কিছুর সংবাদ দিবো? সেটা আগুন। যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। আর এটা কতো নিকৃষ্ট ঠিকানা!

৭৩. হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হলো, মনোযোগ দিয়ে তা শোনো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল।

৭৪. তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

৭৬. তাদের সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। আর সবকিছু আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৭. হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ‘ করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং ভাল কাজ করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।

৭৮. আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা

সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতোই না উত্তম অভিভাবক এবং কতোই না উত্তম সাহায্যকারী!

সূরা মুমিনূন

023-001.mp3

023-002.mp3

০১. অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে,

০২. যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত।

০৩. আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।

০৪. আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়।

০৫. আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী।

০৬. তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না।

০৭. অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

০৮. আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।

০৯. আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে।

১০. তারাই হবে ওয়ারিস।

১১. যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

১২. আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।

১৩. তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

১৪. তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশ্‌ত পিণ্ডে পরিণত করি। তারপর গোশ্‌ত পিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্‌ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতো বরকতময়!

১৫. এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে।

১৬. তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

১৭. আর অবশ্যই আমি তোমাদের উপর সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছি। আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম না।

১৮. আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করেছি। আর অবশ্যই আমি সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম।

১৯. তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি। তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল থাকে। আর তা থেকেই তোমরা খাও।

২০. আর এক বৃক্ষ যা সিনাই পাহাড় হতে উদ্‌গত হয়, যা আহারকারীদের জন্য তেল ও তরকারী উৎপন্ন করে।

২১. আর নিশ্চয় গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই। আর এতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা খাও।

২২. আর এসব পশু ও নৌকায় তোমাদেরকে আরোহণ করানো হয়।

২৩. আর অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর সে বললো, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না'?

২৪. তারপর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়গণ, যারা কুফরী করেছিল- তারা বললো, 'এতো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা নাযিল করতেন। এ কথাতো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের সময়েও শুনিনি'।

২৫. 'সে কেবল এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা করো'।

২৬. নূহ বললো, 'হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে'।

২৭. তারপর আমি তার কাছে ওহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধান ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরি করো। তারপর যখন আমার আদেশ আসবে এবং চুলা (পানিতে) উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীবের এক জোড়া ও তোমার পরিবারবর্গকে নৌযানে তুলে নিও; তবে তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তারা ছাড়া। আর যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে সম্বোধন করো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

২৮. অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম জাতি থেকে মুক্তি দিয়েছেন'।

২৯. তুমি আরও বলবে, 'হে আমার রব, আমাকে বরকতময় অবতরণস্থলে অবতরণ করান। আর আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অবতরণকারী'।

৩০. নিশ্চয় এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর নিশ্চয় আমি পরীক্ষাকারী ছিলাম।

৩১. তারপর তাদের পরে আমি অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।

৩২. অতঃপর তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে আমি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না।

৩৩. আর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যারা কুফরী করেছে, আখেরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে এবং আমি দুনিয়ার জীবনে যাদের ভোগ বিলাসিতা দিয়েছিলাম, তারা বললো, 'সে কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, সে তাই খায় যা থেকে তোমরা খাও এবং সে তাই পান করে যা থেকে তোমরা পান করো'।

৩৪. 'আর যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।

৩৫. 'সে কি তোমাদের ওয়াদা দেয় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে। তোমাদেরকে অবশ্যই বের করা হবে?'

৩৬. অনেক দূর, তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অনেক দূর।

৩৭. 'এ শুধু আমাদের দুনিয়ার জীবন। আমরা মরে যাই এবং বেঁচে থাকি। আর আমরা পুনরুত্থিত হওয়ার নই'।

৩৮. 'সে শুধু এক ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে; আর আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই'।

৩৯. সে বললো, 'হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে'।

৪০. আল্লাহ বললেন, 'কিছু সময়ের মধ্যেই তারা নিশ্চিতরূপে অনুতপ্ত হবে'।

৪১. অতঃপর যথার্থই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পেয়ে বসলো, তারপর আমি তাদেরকে খড়কুটায় পরিণত করলাম। সুতরাং যালিম জাতির জন্য ধ্বংস।

৪২. তারপর তাদের পরে আমি অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।

৪৩. কোন জাতি থেকে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ এগিয়ে আসে না এবং বিলম্বিতও হয় না।

৪৪. এরপর আমি আমার রাসূলদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করেছি, যখনই কোনো জাতির কাছে তাদের রাসূল আসতো, তখনই তারা তাকে অস্বীকার করতো। অতঃপর আমি এদের একেকে অপরের অনুসরণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক সে জাতি যারা ঈমান আনে না।

৪৫. তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি।

৪৬. ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে; কিন্তু তারা অহঙ্কার করলো এবং তারা ছিলো উদ্ধত জাতি।

৪৭. অতঃপর তারা বললো, আমরা কি আমাদের মতোই দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো? অথচ তাদের জাতি আমাদের সেবাদাস।

৪৮. অতএব তারা তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বললো। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

৪৯. আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম যাতে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।

৫০. আর আমি মারইয়াম-পুত্র ও তার মাকে নিদর্শন বানালাম এবং তাদেরকে আবাসযোগ্য ও ঝর্ণাবিশিষ্ট এক উঁচু ভূমিতে আশ্রয় দিলাম।

৫১. 'হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভালো বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সর্ম্পকে আমি সম্যক জ্ঞাত।

৫২. তোমাদের এই উম্মাহ তো একই উম্মাহ। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো।

৫৩. তারপর লোকেরা তাদের মাঝে তাদের দীনকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল।

৫৪. সুতরাং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।

৫৫. তারা কি মনে করছে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি থেকে যা আমি তাদেরকে দিই।

৫৬. তা দ্বারা আমি তাদের কল্যাণে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি; বরং তারা উপলব্ধি করতে পারছে না।

৫৭. নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত,

৫৮. আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহে ঈমান আনে।

৫৯. আর যারা তাদের রবের সাথে শির্ক করে না,

৬০. আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।

৬১. তারাই কল্যাণসমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাতে তারা অগ্রগামী।

৬২. আর আমি কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব দিই না। আমার নিকট আছে এমন কিতাব যা সত্য কথা বলে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

৬৩. বরং তাদের অন্তরসমূহ এ বিষয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এছাড়া তাদের আরও আনেক আমল রয়েছে, যা তারা করছে।

৬৪. অবশেষে যখন আমি তাদের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনধারীদের আযাব দ্বারা পাকড়াও করবো, তখন তারা সজোরে আর্তনাদ করে উঠবে।

৬৫. আজ তোমরা সজোরে আর্তনাদ করো না। নিশ্চয় তোমরা আমার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে অবশ্যই তিলাওয়াত করা হতো, তারপর তোমরা তোমাদের পেছন ফিরে চলে যেতে,

৬৭. এর উপর অহংকারবশে, রাত জেগে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে।

৬৮. তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি?

৬৯. নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনতে পারেনি, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করছে?

৭০. নাকি তারা বলছে যে, তার মধ্যে কোনো পাগলামী রয়েছে? না, বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়েই এসেছিল। আর তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দকারী।

৭১. আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেতো; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৭২. নাকি তুমি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও? তবে তোমার রবের প্রতিদান সর্বোত্তম। আর তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

৭৩. আর নিশ্চয় তুমি তাদের সরল-সঠিক পথের দাওয়াত দিচ্ছো।

৭৪. আর নিশ্চয় যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তারাই এই পথ থেকে বিচ্যুত।

৭৫. আর যদি আমি তাদের দয়া করতাম এবং তাদের দুঃখ–দুর্দশা থেকে মুক্ত করতাম, তবুও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতো।

৭৬. আর অবশ্যই আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তবুও তারা তাদের রবের কাছে নত হয়নি এবং বিনীত প্রার্থনাও করে না।

৭৭. অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দিই তখনই তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

৭৮. আর তিনিই তোমাদের জন্য শ্রবন, দৃষ্টিসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৭৯. আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে।

৮০. আর তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই অধিকারে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

৮১. বরং তারা তাই বলে যেমনটি পূর্ববর্তীরা বলতো।

৮২. তারা বলে, যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

৮৩. অবশ্যই আমাদেরকে ও ইতোপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। এসব কেবল পুরান কালের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু না।

৮৪. বলো, 'তোমরা যদি জান তবে বলো, 'এ যমীন ও এতে যারা আছে তারা কার?'

৮৫. অচিরেই তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বলো, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

৮৬. বলো, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'?

৮৭. তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

৮৮. বল, 'তিনি কে যাঁর হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই?' যদি তোমরা জানো।

৮৯. তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছো?'

৯০. বরং আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

৯১. আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। (যদি থাকতো) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কতো পবিত্র!

৯২. তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৯৩. বলো, 'হে আমার রব, যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা যদি আমাকে দেখাতে চান,

৯৪. 'হে আমার রব, তাহলে আমাকে যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত করবেন না।'

৯৫. আর যে বিষয়ে আমি তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছি, অবশ্যই আমি তা তোমাকে দেখাতে সক্ষম।

৯৬. যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ প্রতিহত করো; তারা যা বলে আমি তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী।

৯৭. আর বলো, 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'।

৯৮. আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।'

৯৯. অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান,

১০০.যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।' কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।

১০১. অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন তাদের মাঝে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, কেউ কারো বিষয়ে জানতে চাইবে না।

১০২.অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।

১০৩.আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজদের ক্ষতি করলো; জাহান্নামে তারা হবে স্থায়ী।

১০৪.আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট।

১০৫.'আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করা হতো না?' তারপর তোমরা তা অস্বীকার করতে'।

১০৬.তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়'।

১০৭.'হে আমাদের রব, এ থেকে আমাদেরকে বের করে দিন, তারপর যদি আমরা আবার তা করি তবে অবশ্যই আমরা হবো যালিম।'

১০৮.আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাকো, আর তোমরা আমার সাথে কথা বলো না।'

১০৯.আমার বান্দাদের একদল ছিলো যারা বলতো, 'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

১১০. 'তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে।'

১১১. নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয় তারাই হলো সফলকাম।

১১২. আল্লাহ বলবেন, 'বছরের হিসাবে তোমরা যমীনে কতো সময় অবস্থান করেছিলে?'

১১৩.তারা বলবে, 'আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি; সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।'

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা কেবল অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, তোমরা যদি নিশ্চিত জানতে!'

১১৫. 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না'?

১১৬.সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।

১১৭.আর যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।

১১৮.আর বলো, 'হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'